দৈনিক জনকণ্ঠ

142

তারিখ 14 FEB 1998

পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

তুচ্ছ ঘটনার জের ॥ খুলনা ভার্সিটিতে আন্দোলন ॥ ১২শ' ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত

কাজী ইফতেখার হোসেন, *খুলনা থেকে*

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খানজাহান আলী হলে হামলাকারী এক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা লাগাতার প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা বর্জন করায় ১১টি ডিসিপ্লিনের প্রায় ১২ শ' ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেশনজটমুক্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন থেকে একটি বছর খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে মণ্ডপ স্থাপনের বিষয় নিয়ে খানজাহান আলী আবাসিক হলের কয়েকজন ছাত্র ও মণ্ডপ তৈরি কমিটির সদস্য অপর এক ছাত্র রাজিব কান্তি হালদারের মধ্যে বচসা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজিব ঐদিন রাতে কতিপয় বহিরাগত সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে খানজাহান আলী হলে চড়াও হয় এবং গালিগালাজ ও হুমকি প্রদর্শন করে। ছাত্রদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে খানজাহান আলী হল প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টির তদন্ত করে বিবিএ ডিসিপ্লিনের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাজিব কান্তিকে ছাত্রাবাস থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা এই শাস্তি যথোপযুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা গত ৭ ফেব্রুয়ারি হতে বর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রছাত্রীদের দাবির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি আর্কিটেকচার ডিসিপ্লিনের এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ কাজী আজিজুল মাওলাকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী তদন্ত রিপোর্টটি যাবে শৃঙ্খলা বোর্ডে এবং শৃঙ্খলা বোর্ড আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদানের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়ার আহ্বান জানালেও তারা পরীক্ষা বর্জন অব্যাহত রেখেছে। গত ১৫ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ডিসিপ্লিনের সকল বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি তা শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পরীক্ষা বর্জন করায় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ঐ ছাত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নেয়া পর্যন্ত তারা পরীক্ষায় অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনে গেছে। ইতোমধ্যে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলন, স্মারকলিপি পেশ, মৌন মিছিল এবং উপাচার্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বলেছেন, শান্তিপূর্ণ এই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেয়া হবে না এবং খানজাহান আলী হলের ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ জন্য কিছুটা ধৈর্য ধারণ করে তিনি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের মূল্যবান সময় অপচয় না করে পরীক্ষায় অংশ নিতে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবর্জিত ক্যাম্পাস সন্ত্রাস ও সেশনজটমুক্ত যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট ও শুভানুধ্যায়ী সকল মহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।